যুগান্তর

তারিখ ... 28 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

চলতি বাজেট কাটছাঁট হচ্ছে ৩০৫৩৬ কোটি টাকা

মিজান চৌধুরী

চলতি বছরের বাজেট থেকে ৩০ হাজার ৫৩৬ কোটি টাকা কাটছাঁট করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা কমানো হয়েছে ৩১ হাজার ৪৩ কোটি টাকা। সরকারের রাজস্ব আদায়ে বড় ধরনের ঘাটতির কারণে বাজেটের আকার ছোট করা হয়েছে। কাটছাঁটের পর চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের আকার দাঁড়াচ্ছে ২ লাখ ৬৪ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা। যেখানে মূল বাজেটের আকার ছিল ২ লাখ ৯১ হাজার ১শ' কোটি টাকা। আগামী ৩০ জুন সংশোধিত এ বাজেট পাসের জন্য জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করবেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। এ লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চলছে সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত প্রক্রিয়া। সংশ্লিষ্ট সূত্রে পাওয়া গেছে এ তথ্য।

বাজেট ২০১৫-১৬

(কোটি টাকায়)

কাঠামো	মূল বাজেট	সংশোধিত
মোট ব্যয়	২৯৫১০০	২৬৪৫৬৫
মোট রাজস্ব	২০৮৪৪৩	১৭৭৪০০
এনবিআর কর	১৭৬৩৭০	১৫০০০০
এনবিআর বহির্ভূত কর	৫৮৭৪	৫৪০০
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২৬১৯৯	২২০০০
অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয়	১৯২৫৪১	১৭৩৫৬৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৯৭০০০	৯১০০০

চলতি অর্থবছরের বাজেট কাটছাঁট প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বুধবার যুগান্তরকে বলেন, বাজেট ঘোষণার শুরু থেকে বলা হয়েছে, রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে উচ্চাভিলাষী, বাস্তবভিত্তিক নয়। এখন রাজস্ব আদায় না হওয়ার কারণেই বাজেটের আকার কমানো হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাজেট কিছুটা উচ্চাভিলাষী থাকতে হবে। তবে বাস্তবতার সঙ্গে মিল থাকতে হবে। কিন্তু বর্তমান বাজেটে এর প্রতিফলন নেই।

এদিকে চলতি বাজেটে বড় ধরনের কাটছাঁট করে সংশোধন করা হচ্ছে বলে সম্প্রতি অর্থনৈতিক রিপোর্টার্স ফোরামের সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনায় জানিয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদ। তিনি বলেন, চলতি বাজেট কাটছাঁট করে সংশোধন করা হচ্ছে। রাজস্ব আদায় কম থাকায় বাজেট ছোট করা হচ্ছে। খুব শিগগিরই এটি চূড়ান্ত হবে।

জানা গেছে, সংশোধিত বাজেটে ভর্তুকি খাতে বড় ধরনের বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। বিশেষ করে বরাদ্দ কমছে বিদ্যুৎ, কৃষি ও জ্বালানি খাতের ভর্তুকিতে। এছাড়া বরাদ্দ কমছে সরকারি বিনিয়োগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) খাতেও। অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয়ও কমানো হয়েছে। মূল বাজেটে বৈদেশিক সহায়তার লক্ষ্যমাত্রাও কমানো হয়। অবশ্য এসব ব্যয় কমানোর ফলে ঘাটতি বাজেটের পরিমাণ বেড়ে গেছে। তবে ঘাটতি বাজেটের পরিমাণ জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে রাখা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা সচিব তারিক-উল-ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, সংশোধিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) খাতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

চলতি বাজেট কাটছাঁট হচ্ছে ৩০৫৩৬ কোটি টাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এরপরও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে চলতি এডিপি বাস্তবায়নে আরও ৩ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাখা হয়েছে। প্রয়োজন হলে তা ব্যয় করা হবে। তিনি আরও বলেন, টাকা দিতে সমস্যা নেই। তবে নিয়মমাফিক ব্যয় করতে হবে মন্ত্রণালয়গুলোকে।

রাজস্ব আয় কমছে : মূল বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ লাখ ৮ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে কাটছাঁট করে এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৭৭ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে মোট রাজস্ব আয় কমানো হয়েছে ৩১ হাজার ৪৩ কোটি টাকা। এছাড়া এনবিআরের কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ ৭৬ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে ব্যাপক রাজস্ব ঘাটতির মুখে ২৬ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা কমিয়ে রাজস্ব বাজেট সংশোধন করে চূড়ান্ত করা হয় ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ সংশোধিত বাজেটে এনবিআর কর কমেছে। পাশাপাশি এনবিআরবহির্ভূত করের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে ৪৭৪ কোটি টাকা কমিয়ে নতুনভাবে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। কর ছাড়া প্রাপ্তির আকার মূল বাজেটে ধরা হয় ২৬ হাজার ১৯৯ কোটি টাকা। এ খাতে ৪ হাজার ১৯৯ কোটি টাকা কাটছাঁট করা হয়েছে। সংশোধিত বাজেটে কর ছাড়া প্রাপ্তির আকার হচ্ছে ২২ হাজার কোটি টাকা।

> সংশোধিত বাজেট ২ লাখ ৬৪ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা
>
> রাজস্ব লক্ষ্য কমছে ৩১ হাজার ৪৩ কোটি টাকা

মোট ব্যয় কমছে : সংশোধিত বাজেটেও মোট ব্যয় কমানো হয়েছে। মূলত রাজস্ব আদায় কমতির কারণে ব্যয় মোকাবেলায় সরকার কাটছাঁট করেছে। মূল বাজেটে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ ৯২ হাজার ৫৪১ কোটি টাকা। এ খাতে ব্যয় কমানো হয় ১৮ হাজার ৯৭৬ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৭৩ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা। অনুন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, সরবরাহ ও সেবা, ঋণের সুদ পরিশোধ ও ভর্তুকি বাবদ ব্যয় রয়েছে। তবে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমতির কারণে দেশের ভেতর ভর্তুকি খাতে বরাদ্দ কমছে। বিশেষ করে জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও কৃষি খাতে ভর্তুকি কমার কারণে ব্যয় কমছে।

এডিপিতে কাটছাঁট : বেসরকারি বিনিয়োগের পাশাপশি সরকারি বিনিয়োগ বাস্তবায়নের হার খুব খারাপ। এ বছর সরকারি উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল ৯৭ হাজার কোটি টাকা। শেষ পর্যন্ত তা কাটছাঁট করে নতুনভাবে এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৯১ হাজার কোটি টাকা। এই টাকার মধ্যে ৬১ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা স্থানীয় মুদ্রায় এবং বৈদেশিক উৎস থেকে প্রকল্পের সহায়তা হিসেবে ২৯ হাজার ১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে মূল বাজেট থেকে সংশোধিত বাজেটে এডিপি কমছে ৬ হাজার কোটি টাকা। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, এ বছর এডিপি বাস্তবায়ন হার খুবই খারাপ। মার্চ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন হার অন্যান্য বছরের তুলনায় নিম্নে রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে না পারার কারণেই এডিপির আকার কমানো হয়। অবশ্য এডিপির বাস্তবায়ন হার খুবই নাজুক এ বিষয়টি প্রাক-বাজেট আলোচনার একাধিক বৈঠকে স্বীকার করেছেন অর্থমন্ত্রী নিজেও।